

ছাত্রলীগের কমিটি থেকে বিবাহিতদের বাদ দেয়া হচ্ছে

শাহেদ চৌধুরী

ছাত্রলীগের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা

ছাত্রলীগ : বাদ দেয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সঙ্গে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বিবাহিতদের বাদ দেয়ার বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়েছে।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন নেতা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন। চলতি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কথা।

ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, গত ৭ এপ্রিল সংবাদপত্রে নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বের নাম প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সংগঠনের কিছুসংখ্যক নেতাকর্মীর মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা ৮ এপ্রিল রাতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তালা খুলিয়ে দেয়ার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটায়। মধুর কেন্দ্রিনে ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। একই দিনে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি একেএম এনামুল হক শামীমের ঢাকার বাসায় হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এসব ঘটনা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিগোচর হলে তিনি ৯ এপ্রিল কমিটিতে স্থান পাওয়া বিবাহিতদের নামের তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের তালিকা তৈরির জন্য ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

মাহবুবুদ্দিন ফরাজী এ কমিটির আহ্বায়ক। সদস্যরা হলেন- কাজী এবাদত হোসেন ও শাহেদ চৌধুরী। সাংগঠনিকভাবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। কমিটির আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন রাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, মিটি তার দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করেছে। এর বেশি আর কিছুই বলা যাবে না।

না গেছে, রিপোর্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ৭ কে ৮ জন নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন কেন্দ্রীয় সিটিতে রয়েছেন। অবশ্য তারা সরাসরি শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত না থেকে নেপথ্য মকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে।

যদিও তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১৪ থেকে ১৫ জন বিবাহিত নেতানেত্রী বেশ কয়েকজন সহ-সভাপতি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। তবে সম্পর্কিত রিপোর্টটি এখনও পেশ করা নি।

যদিও কাদের বলেছেন, তদন্ত কমিটির পাঠে উল্লিখিত অভিযুক্ত নেতাকর্মীদের ক্ষেত্রে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া তা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা করবেন। তবে বিবাহিতদের কেন্দ্রীয় সিটি থেকে বাদ দেয়ার বিষয়টি প্রায় সত্য। ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শেখর গঠনতন্ত্রে নিষেধ রয়েছে বলেই বিবাহিতদের টেতে থাকার সুযোগ নেই বলে জানান।

ক ছাত্রলীগে এখন টানা পোড়েন অবস্থা। ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের অনেকেই ঠানক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে রেখে ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বেলায় একটি বড় অঞ্চলের কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হবে বলে অভিযোগ করেছে।

প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের উল্লেখযোগ্য নেতাকর্মী জানায়, অজ্ঞাত এবং র সঙ্গে সম্পৃক্তরাও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত মতো সাংগঠনিক যোগ্যতা না থাকার কেউ কেউ লিবিং প্রসিদ্ধির মাধ্যমে তে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। কমিটিতে মূলত তাদেরই প্রাধান্য

বাইরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গত ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে ২০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে ১৯০ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। বাকি ১১টি সদস্যপদ পূরণ করবেন কারারুদ্ধ সভাপতি লিয়াকত শিরীন্ডা ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্রলীগের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব অর্থাৎ কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন হয়।

এদিকে আগামী ৭ মে ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) শাখার সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত সফরে বিদেশে থাকায় তা ইতিমধ্যেই স্থগিত করা হয়েছে।